যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১২৩

১/ বিবিধ

আরবী

الإسلام يزيد ولا ينقص

ضعيف

أخرجه أبو داود (2913) وابن أبي عاصم في " السنة " (954 بتحقيقي) والحاكم (4/345) والبيهقي (6/294) والطيالسي (568) وأحمد (5/230 و236) والجوزقاني في " الأباطيل " (2/157) من طريق شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود قال

" أتي معاذ بيهودي وارثه مسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، فورثه

وقال الحاكم

" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي

قلت: لكنه معلول بالانقطاع، فقد أخرجه أبو داود من طريق عبد الوارث عن عمرو ابن أبي حكيم الواسطي: حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره، فورث المسلم

فهذا يدل على أن أبا الأسود لم يسمعه من معاذ، بينهما رجل لم يسم، فهو مجهول، فهو علة الحديث، وبه أعله البيهقي، فقال بعد أن ساقه من طريق أبي داود

وهذا رجل مجهول، فهو منقطع
وقال الحافظ في " الفتح " (12/43) بعدما ذكر تصحيح الحاكم له
" وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة
قلت: الذي يبدو لي أن حكم الجوزقاني عليه بأنه باطل، إنما هو باعتبار ما فيه من توريث المسلم من اليهودي الكافر، فإن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شتى "، وهو مخرج مع غيره مما في معناه في كتابي " إرواء الغليل " (1673)
ثم رأيت الحديث قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق الجوزقاني بإسناد آخر له عن يحيى بن يعمر به وأعله بأن فيه محمد بن مهاجر، وهو المتهم به فظننت أن الجوزقاني حكم عليه بالبطلان بالنظر إلى هذه الطريق، ولذلك تعقبه السيوطي في " اللآليء " (2/442) بأن ابن المهاجر بريء منه. ثم ساق بعض الطرق المتقدمة، ولم يعزه لأبي داود، وذهل عن العلة الحقيقية في هذا الحديث، وهو ما نبه عليه البيهقي ثم العسقلاني. والله أعلم
والحديث عزاه الشيخ المنتصر الكتاني في كتابه " نصوص حديثية " لأبي داود بزيادة: " الإسلام يعلو ولا يعلى، ويزيد ولا ينقص ". وهي زيادة لا أصل لها عند أبي داود ولا عند غيره ممن أخرج الحديث، اللهم إلا عند بحشل في
تاريخ واسط " فإنه أخرج الحديث من طريق عمران بن أبان عن شعبة به بلفظ: " الإيمان يعلو ولا يعلى " بدل " يزيد ولا ينقص "، وابن أبان ضعيف. وهو بهذا اللفظ حسن لمجيئه من طرق كما بينته في " الإرواء "، رقم (1255)
والحديث جزم المناوي بضعفه

বাংলা

১১২৩। ইসলাম প্রসারিত হয় (ইসলাম গ্রহণ করা অথবা দেশ বিজয়ের দ্বারা), ইসলাম (ইসলাম ত্যাগ করা বা

দেশ হারানোর দ্বারা) কমে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু দাউদ (২৯১৩), ইবনু আবী আসেম "আস-সুন্নাহ" (৯৫৪), হাকিম (৪/৩৪৫), বাইহাকী (৬/২৯৪), তায়ালিসী (৫৬৮), আহমাদ (৫/২৩০, ২৩৬) ও জুযকানী “আল-আবাতীল” গ্রন্থে (২/১৫৭) শু’বা সূত্রে আমর ইবনু আবী হাকীম হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ই’য়ামার হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কারণে সনদটি ত্রুটিযুক্ত। আবু দাউদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আসওয়াদ নাম উল্লেখ না-করা এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুয়ায (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন। আর তিনি মাজহুল (অপরিচিত)। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ নাম উল্লেখ না করা ব্যক্তিই আর তার দ্বারাই বাইহাকী সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ ব্যক্তি মাজহুল, সনদটি বিচ্ছিন্ন।

হাফিয ইবনু হাজার “আল-ফাতহ” গ্রন্থে (১২/৪৩) হাকিম কর্তৃক সহীহ আখ্যা দানকে উল্লেখ করার পর তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ আবুল আসওয়াদ এবং মুয়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে তার থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জুযকানী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ জুযকানী যে বাতিল বলেছেন, তা কাফের ইয়াহুদীর সম্পদ হতে মুসলিম ব্যক্তিকে মীরাস প্রদান করার দৃষ্টিকোণে থেকে। কারণ সহীহ হাদীসগুলো এর বিপরীতে এসেছে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু’ব্যক্তি পরস্পরের সম্পদের ওয়ারিশ হতে পারবে না"। এ হাদীসটিকে আমি “ইরউয়াউল গালীল” (১৬৭৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

এছাড়া জুযকানী বাতিল বলেছেন অন্য সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে। যেটিকে ইবনুল জাওযী জুযকানী সূত্রে “আল-মওযুয়াত” গ্রন্থে অন্য সনদে উল্লেখ করেছেন। কারণ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজের নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাদীসটি বর্ধিত الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى ইসলাম উঁচু হয় নীচু হয় না এ বাক্যে এটি বর্ণিত হয়নি। তবে "তারীখু অসেত" গ্রন্থে ইমরান ইবনু আবান সূত্রে শুবা হতে, ইসলামের স্থলে ঈমান শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ইমরান ইবনু আবান দুর্বল।

তবে এ বর্ধিত বাক্যে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে মারফূ’ হিসেবে হাসান, আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে সহীহ্। এ বিষয়ে “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (১২৬৮/১২৫৫) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মানবী আলোচ্য হাদীসকে দৃঢ়তার সাথে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72002

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন